দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 2-0-JUN-2007
পৃঃ ১ কলাম ...

কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের ভুলে মাধ্যমিকের ফলে বড় ধরনের ত্রুটি

স্টাফ রিপোর্টার॥ কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের ভুলের কারণেই এবারের এসএসসি পরীক্ষায় যশোর, বরিশাল এবং মাদ্রাসা বোর্ডের ফলাফলে বড় ধরনের ত্রুটির ঘটনা ঘটে। স্বয়ং শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্র ও মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ ইউসুফ জনকণ্ঠকে এই কথা স্বীকার করে বলেছেন, যে প্রোগ্রামার

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের

(প্রথম পাতার পর)

...ভুল করেছেন তিনিই ভুল ধরেছেন। তাঁর ভাষায় প্রোগ্রামের সমস্যার কারণেই এই ভুল হয়েছে। তবে ইতোমধ্যে সমস্ত ভুল সংশোধন করা হয়েছে। ভুল ধরা পড়ায় মাদ্রাসা বোর্ডে ৪৩ শিক্ষার্থীর জিপিএ ফাইভ বেড়েছে। তবে যেভাবেই হোক বিষয়টি অবশ্যই দুঃখজনক।

১২ জুন এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পরই যশোর এবং বরিশাল বোর্ডের ফলাফলে বড় ধরনের ত্রুটি ধরা পড়ে। ফল প্রকাশের দিন স্কুল ও পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীরা গ্রেড পয়েন্ট জেনে যায়। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইটে বিষয়ভিত্তিক গ্রেড পয়েন্ট জানতে গেলে যশোর বোর্ডের সবচেয়ে বড় ভুলটি ধরা পড়ে। যশোর বোর্ডে দেখা গেছে এ মাইনাসের গ্রেড পয়েন্ট ৩ দশমিক ৫ এর পরিবর্তে ৩ ধরা হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই গ্রেড পয়েন্ট ৫ কমে যায়। বরিশাল বোর্ডের ফলাফল তৈরির কাজ যশোর বোর্ডে করার কারণে বরিশাল বোর্ডের ফলাফলেও ভুল ধরা পড়ে। যশোর বোর্ডে ৬১ হাজার ৩০৫ এবং বরিশাল বোর্ডে ২২ হাজার ৩শ' ২১ শিক্ষার্থীর ফলাফলে বিভ্রাট দেখা দেয়। এরমধ্যে যশোর বোর্ডে প্রায় ৫ হাজারের মতো শিক্ষার্থী এ মাইনাস পেকে এ গ্রেড পেয়েছে।

যশোর ও বরিশাল বোর্ডের পর এখন মাদ্রাসা বোর্ডে প্রায় বারো হাজারের মতো শিক্ষার্থীর ফলাফলে বিভ্রাট দেখা দেয়। মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও শিক্ষা বোর্ড কাম্পউটার কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রফেসর ইউসুফ মাদ্রাসা বোর্ডসহ অন্য দু'টি বোর্ডের ফলাফলের ত্রুটির কথা স্বীকার করে বলেছেন, এ জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করেছি এবং যেসব জায়গায় ভুল হয়েছে সবই সংশোধন করেছি। তিনি জানান, ২০০৩ সাল পর্যন্ত এ মাইনাস ছিল না। কিন্তু প্রোগ্রামার সেই বিষয়টি মাথায় রেখে ফল তৈরি করায় এই সমস্যাটি হয়েছে। তা ছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডে গতবার যারা ফেল করেছিল কিন্তু এবার পাস করেছে তাদের রেজাল্টশীটে চতুর্থ বিষয়ের নম্বর যোগ না হওয়ার কারণে অনেকের জিপিএ'র পয়েন্ট কমে যায়। এটা অবশ্যই দুঃখজনক ঘটনা। তবে সব ভুল সংশোধন করে স্কুলগুলোতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বিষয়টি তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও অবহিত করেছেন বলে জানিয়েছেন।